ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৩১(আগরতলা-০৭।১২)
বিলোনীয়া,০৭ ডিসেম্বর,২০১৭।।

রাজনগরে সংহতি মেলার উদ্বোধন
ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে যে কোনও মূল্যে
রক্ষা করতে হবে ঃ সহিদ চৌধুরী

ভারত আমাদের দেশ। এই দেশে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ ভাগ হয় না। ধর্ম যার যার। ধর্ম নিরপেক্ষতার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার। ৬ ডিসেম্বর রাজনগর ব্লকের ডিমাতলী পঞ্চায়েতের চন্দ্রপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী ২৫তম ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ঝর্ণা দাস (বৈদ্য), বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিধায়ক সুধন দাস, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রত্নারাণী দাস, জেলা পুলিশ সুপার ইপ্পার মনচাক প্রমুখ।

সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, ৬ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে জাতি-উপজাতি, হিন্দু-মুসলিম উভয় অংশের মানুষ আমরা এক সাথে বসবাস করি। সেই ক্ষেত্রে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দিনটি স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। একদল ধর্মোন্মাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তার ধারক ও বাহকরা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সুপ্রাচীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারাবাহিক বাতাবরণটিকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিলো। শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে হিংসার আগুনে উত্তপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছিলো। তিনি বলেন, মানুষের রক্তকে যদি ভাগ করা না যায় তাহলে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ কেন ভাগ হবে। রাজ্যের মধ্যেই যদি আরও একটি রাজ্য হয় তাহলে কি আরও বেশি উন্নতি হবে। তিনি বলেন, দেশে যদি শান্তির পরিবেশ বজায় না থাকে তাহলে উন্নয়নও হবে না। মানুষের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সংহতি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই সংহতি মেলার আয়োজন।

সাংসদ ঝর্ণা দাস (বৈদ্য) তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের মানুষ রয়েছেন। তিনি দেশ ও রাজ্যের উন্নতির জন্য শান্তি-সম্প্রীতি ও সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সংহতি মেলার মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় ১০টি সরকারী প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। মেলা চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সমাপ্তি দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক।

*****